মুনমুন ফিল্মসের নিবেদন
পরিচালনা পীযূষ গাঙ্গুলী
সুর অনিল বাগচী
ভোলা ময়রা

॥ ভূমিকায় ॥

উত্তমকুমার / সুপ্রিয়া দেবী
বিকাশ রায় / লিলি চক্রবর্তী / অনুপকুমার / সুলতা চৌধুরী / সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় / নীলিমা দাস / গীতা দে / নিবেদিতা দাস / আলপনা গুপ্তা / তপেন চ্যাটার্জী / মন্মথ মুখার্জী / বিশ্বজিৎ (অতিথি) হরিধন মুখার্জী / রসরাজ চক্রবর্তী

বিজন ভট্টাচার্য / দেবনাথ চ্যাটার্জী / বাবলু কর / আলোক মিত্র / মধু বোস / পরিতোষ চৌধুরী / জগন্নাথ গুহ / শিবচরণ ভট্টাচার্য / ডঃ বিভূতি মুখার্জী / অতি দাস / নিতাই সরকার / বিশ্বনাথ দে / মনি শ্রীমানী / দিব্যেন্দু মুখার্জী / রিনি চৌধুরী এবং অন্যান্য

॥ কলাকুশলী ॥

কাহিনী ও চিত্রনাট্য :—
ডঃ বিভূতি মুখোপাধ্যায়
সংগীত : অনিল বাগচী
পরিচালনা : পীযূষ গাঙ্গুলী
চিত্রগ্রহণ / কে এ. রেজা
সম্পাদনা / রমেশ যোশী
শব্দগ্রহণ / জে. ডি. ইরাণী
গীতরচনা : হরুঠাকুর / নীলুঠাকুর রাসুনুসিংহ / এ্যান্টনী ফিরিঙ্গী / ভোলা ময়রা / যজ্ঞেশ্বরী / প্রণব রায় / ডঃ বিভূতি মুখোপাধ্যায়
সংগীত গ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
শব্দ পুনর্যোজনা : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়
শিল্প নির্দ্দেশ : রবি চট্টোপাধ্যায়
কর্মাধ্যক্ষ / সুনীল রায়চৌধুরী
কোষাধ্যক্ষ / ভূপেন দত্ত
ব্যবস্থাপনা / নিশীথ চক্রবর্তী
অঙ্গরচনা / বাসির আহমেদ

অঙ্গ সজ্জা / পুলিন কয়াল ও হারু দাস
কেশ সজ্জা / পিয়ারআলী
সাজ সজ্জা / দি নিউস্টুডিও সাপ্লাই
অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ :
ইন্দ্রপুরী, টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও, দি স্টুডিও কো-অপারেটিভ ও ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিও।
পরিস্ফুটন :
আর. বি. মেহতার তত্ত্বাবধানে ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে।
প্রচার পরিকল্পনা / বিদ্যুৎ চক্রবর্তী
প্রচার / ঈশ্বরী প্রসাদ শর্মা
স্থির চিত্র / স্টুডিও বলাকা
পরিচয় লিপি / বিকেলি
॥ সহকারী বৃন্দ ॥
পরিচালনা / প্রশান্ত ব্যানার্জী / জগন্নাথ গুহ / সমর দাশগুপ্ত / শোভন মিত্র
সংগীত : শৈলেশ রায়

চিত্রগ্রহণ : কৃষ্ণধর / শংকর সরকার / কেষ্ট দাস
সম্পাদনা : কালীপ্রসাদ রায় / স্নেহাশীষ গাঙ্গুলী
শব্দগ্রহণ : সিদ্ধিনাগ / মানিক দে
সঙ্গীত গ্রহণ : বলরাম বাড়ুই / প্রভাত বর্মন
শব্দপুনর্যোজনা :
পাঁচুগোপাল ঘোষ / ভোলানাথ সরকার
শিল্প নির্দ্দেশ : সুরেশচন্দ্র চন্দ / সোমনাথ চক্রবর্তী
ব্যবস্থাপনা : সুরেন দাস / খোকন দাস
অঙ্গরচনা : মস্তারাম / বিলু দাস
নেপথ্য কণ্ঠ সঙ্গীত :
মান্না দে / হেমন্ত মুখার্জী
আরতি মুখার্জী / নির্মলা মিশ্র
অলোক বাগচী / অধীর বাগচী
হরিধন মুখার্জী / সুধীন সরকার।

বিশ্ব-পরিবেশনায় : পিয়ালী পিকচার্স

● গুপ্তি পাড়ার মাঠে ঘাটে, গান গেয়ে ছড়া বেঁধে, খেলে বেড়ায় ভোলা আর কালী।

(১)

বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদেয় এলো বাণ।
ভোলাঠাকুর টোপর মাথায় বে করতে যান ॥
কাক ডাকছে চিল উড়ছে চাল পড়ছে ঝরে।
তালগাছেতে চুপটি বসে দেখছে একানড়ে ॥
তার মূলোর মতো দাঁত আর কুলোর মত কান ॥
ভূত পেরেতের নাচ নাচিয়ে যেইনা এলো ভোলা।
পেত্নীকনে পালায় ছুটে নিয়ে ঝুলি ঝোলা ॥
আর সজনে গাছে কাঁদে বসে ঝুলিয়ে একটা ঠ্যাং ॥
আর কেঁদোনা আর কেঁদোনা এবার বাড়ী যাও।
পান্তাভাতে পেঁয়াজ দিয়ে হাপুস হুপুস খাও ॥
ভোলা খাবে মণ্ডা মিঠাই কালী খাবে কি ?
তপ্তভাতে বেগুন পোড়া পান্তা ভাতে ঘি ॥
পান্তাভাত নয়রে ভোলা আস্ত ব্যাঙের ঠ্যাং ॥

(বিভূতি মুখোপাধ্যায়)

● আবার কখনো উদাস হয়ে গান শোনে ভোলা নদীর বুকে ভেসে যাওয়া নৌকোর দিকে তাকিয়ে।

(২)

বন্ধুরে, অকূল গাঙে পাড়ি দিলাম
লইয়া সারের নাইয়া।
তোমার লাগি ঘর ছাড়িলাম
তোমার মুখ চাইয়া ॥
আমি পাঁচওক্ত নমাজ পড়ি মন্দিরে দেই থানা
আমার কি জাতি কি ধর্ম কবু না জানি ঠিকানা ॥
আমি ধর্ম চিনি নারে বন্ধু তোমারে চিনিয়া ॥
তোমার ধর্ম আমি নিলাম, আমার ধর্ম তুমি।
তুমি হৈলে চোখের আড়াল কাইন্দ্যা মরি আমি ॥
স্রোতের জলে আমি বন্ধু চলিলাম ভাসিয়া ॥

(বিভূতি মুখোপাধ্যায়)

● এমনি করেই দিন যাচ্ছিল, কিন্তু গেলোনা। ছেলে বেলাতেই ভোলার বিয়ে হলো ত্রিবেণীর এলোকেশীর সঙ্গে। হারিয়ে গেলো কালী। তার সাধের লখীন্দর ভেসে গেলো গাঙের জলে।

(৩)

লখীন্দর গো
চোখের জলে গ্রাম ভাসায়ে কোথায় গেলা গো ॥
মামা কাঁদে মাসী কাঁদে কাঁদে মা মনকা ॥
বেহুলা কাঁদিয়া মোছে অলকা তিলকা ॥
ফিরফির লখীন্দর চক্ষু মেলো বাপ।
চোখের জলে বুক ভাসালে করেছি কি পাপ ॥
সায় বেণের ঝি দেখোগো লুটোপুটি কাঁদে।
চোখের জলে মেয়ে আমার কলার ভেলা বাঁধে ॥
লখীন্দর গো ॥

(বিভূতি মুখোপাধ্যায়)

● তারপর কোলকাতার বাগবাজার। ভোলা এখানে একটা ময়রার দোকান করেছে। ঘর বেঁধেছে এলো কেশীকে নিয়ে। কিন্তু ছেলে বেলার সেই গানের ছোঁয়া আজও তার মনে। ভোলা স্বপ্ন দেখে সখী সম্বাদ আর বিরহ বিষাদ গাইবে। ভর্ত্তি হয় হরুঠাকুরের দলে। উতোর চাপান শেখে গুরুর কাছে।

(৪)

স্বপন দেখেছি বিপাকে পড়েছি
পড়েছি বিষম ফাঁদে ॥
বঁড়শী বিঁধিলো যেন চাঁদে।
একদিন শ্রীহরি মৃত্তিকা ভোজন করি
ধূলায় লুটিয়া বড় কাঁদে।
রাণী অঙ্গুলি হেলায়ে ধীরে মৃত্তিকা বাহির করে।
বঁড়শী বিঁধিলো যেন চাঁদে ॥

(হরুঠাকুর)

ভালো মন কি কালো হয়রে
কালো কেন ভালো হবে।
কালোর কথা গাইবি যদি
আলোর রশি দেখবি কবে ॥
ভালো যদি নয়গো কালো
কেন চোখের মণি কালো তবে
কালো কেন শ্রীযমুনা
মা কালী কেন কালো তবে
কালার বেণু বৃন্দাবনে
কেন রাধার মন মজাবে ॥

(বিভূতি মুখোপাধ্যায়)

● স্বপ্ন ভাঙতে দেরী হয় না। হরু ঠাকুরের আখড়ায় নীলু কবিয়ালের কাছে অপমানিত হয়ে, সে দল ছেড়ে বেরিয়ে আসে। অপমান ভারাক্রান্ত মনে গঙ্গার ঘাটে বসে মনের দুঃখে গেয়ে ওঠে মেঘের গান।

(৫)

কালো মেঘে বর্ষাকালে বক ওড়ে দলে দলে
ময়ূরের পেখমে বাহার।
শরতে ফুলের হাসি মাঘের শিশির রাশি
ফাল্গুণে বসন্ত বাহার ॥
বৈশাখে ঝড় এসে মেঘের ললাটে মেশে
অম্বরে ডমরু বাজায়।
রুদ্ররূপে জটাধারী শঙ্কর সন্তাপ হারী
রুদ্রাক্ষে প্রকৃতি সাজায় ॥
নহি কবি কালিদাস বাগবাজারে করি বাস
মজে থাকি সুরের রচনে।
ভক্তির চন্দন সনে সপ্তসুরে জালবনে
অর্ঘ্য দেই গুরুর চরণে ॥

(ভোলাময়রা)

● মেঘ কাটতে দেরী হয় না। শ্বশুর বাড়ী ত্রিবেণীতে হঠাৎ একটা ঝুমুর দলের সভায় গান গেয়ে শ্বশুর বাড়ীর মান বাঁচাতে হয় ভোলাকে স্বপ্নটা আবার চাড়া দিয়ে ওঠে মনের মাঝে।

(৬)

মান দেখিয়ে মামিনী রাই ফিরে যেও না।
চন্দ্রাবলী কুঞ্জে ভুলে আর যাবো না ॥
ওসব কথা ঢের শুনেছি ওসব ছলা ঢের দেখেছি
মধু খাওয়া ভোমরা তুমি প্রেম জানো না।
কেমন করে জানলে তুমি তোমার প্রেমে পাগোল আমি
তুমি আমার মাথার মণি ভুলে যেও না।
মাথার দিব্যি তোমায় কানু পিছু ডেকোনা
আমি মন দিয়েছি তাই বলে তো—মান দেবো না।
ওগো রাই বিনোদিনী শোন বলি ধনি
মান করে ফিরে যেও না ॥
আত্মপর থাকলে ভেদ প্রেমেতে চিরবিচ্ছেদ
মন প্রাণ দিলেই যদি তবে মনে কিসের খেদ
তোরার মানে আমি মানী তুমি আমার মানে অভিমানী
তোমার মান কোথায় এলো
যে আমায় তুমি মান দেবে না ॥

(বিভূতি মুখোপাধ্যায়)

● এলোকেশী বারণ করে দল গড়তে। কিন্তু ভোলার মনে তখন কবিয়াল হবার সাধ। সে এলোকেশীর ভয় কে স্বান্তনা দিয়ে গেয়ে ওঠে।

(৭)

সখী আমায় ময়রা হোতে বোলো না
আমি অনুরাগের ভিয়েনেতে রসের জালে দেই টানা ॥
আমার হৃৎকমলে উঠলো ফুটি
প্রিয়ার দীঘল চক্ষু দুটি
সেই অতলে ডুব দিয়ে সই তুলবো সোনা-দানা ॥
আমি দেখেছি যে পদ্ম পাতায় শিশির-ফোটা
টলটলে।
ধানের শিসের দোদুল দোলা চাষার সাথে কথা বলে।
ষড় ঋতুর রঙের কাজে
মা যে কেমন করে সাজে।
সেই গোপন কথা জেনে নিয়ে আঁকবো
সুরের আল্পনা ॥
(বিভূতি মুখোপাধ্যায়)

● ওদিকে কোলকাতায় ঝুমুর উলি বগীর বাড়ী আর এক নাটক জমে উঠেছে। মাইফেলের আসরে বগী খেমটা গায় বটে, কিন্তু মনের কোণে কিসের যেন বেদনা। সে বেদনার হদিশ পায় না তার সহচরী কুসুম। বুঝতে পারে না মোসাহেব প্যালারাম।

(৮)

ও আমার কৃষ্ণ সখা
কার বাগানে মরতে গেলি।
ফাঁদি নতের নাতি খেয়ে
বোঁচা নাকি খুইয়ে এলি ॥
ফুলে ফুলে মধু খেয়ে
ঘুরে বেড়াস পাড়া বেয়ে
আমি আছি পথ চেয়ে
কোন আক্কেলে ভুলে গেলি।
তাই পণ করেছি দিলুম যে প্রাণ
সে প্রাণ দেবো জলাঞ্জলী ॥
(বিভূতি মুখোপাধ্যায়)

● ভোলা দল করেছে। প্রথম লড়াই নীলুর সঙ্গে।

(৯)

যত ছিলো নির্গুণে সবাই হোলো কীর্ত্তনে।
ময়রা এলো কবি সেজে হেসে বাঁচিনে ॥
ময়রা ময়রা বলিস কারে
ময়রা যদি না হয় কবি
কেমন করে আঁকবো বলো
জীবন রসের রঙীন ছবি।
কালে কালে কতই হলো
পুলি পিঠের ন্যাজ গজালো
হাড়ী মুচি মুদ্দর্ ফরাস
পাগড়ী বেঁধে কবি হলো
হাড়ী মুচি মুদ্দর্ ফরাস ময়রা যদি না থাকিত
ভালো করে দেখরে ভেবে
তোদের কি দুর্দ্দশা হোতো ॥
আহা ময়রানী লো সই
ওলো ঠাকুরঝি লো সই
চুপিসাড়ে তোর ঘরেতে
চোর এলো কালকে রেতে।
তুই মুখটি বুঝে সয়ে গেলি
ভেবে অবাক হই।
ওলো ঠাকুর ঝি লো সই ॥
(বিভূতি মুখোপাধ্যায়)

● কিন্তু এতো খেউড়। ভোলা ফিরে আসে গান থামিয়ে। অপমানিত হয়। মার খায়। মনের জ্বালায় গঙ্গায় যায় ডুব দিয়ে আসতে। তার কবিমন বেদনায় গুমরে ওঠে। কিন্তু খেউড়ের যুগে ব্যথা বেদনার কথা কে শুনবে। অবাক হয়ে ভোলা দেখে গোঁড়া হিন্দুরা ব্রাহ্ম সভা ভেঙে দিচ্ছে। আরো অবাক হয়, যখন এই গঙ্গার ঘাটে আবিষ্কার করে কালীকে। না কালী নয়। সে এখন ঝুমুরওয়ালী বগী। ভোলা ক্ষেপে ওঠে। এই তবে যুগ। সত্যিই তাহলে যা ভালো যা সৎ সব ডুবতে বসেছে খেউড়ের পাঁকে। বেশ তবে খেউড়েই চলুক।

(১০)

ওরা খেলে হোলী খেলা নিয়ে শুধু কাঁদার গোলা
বৃন্দাবনের রাঙা আবীর চায়না ওরা জানি।
আমি বৃথাই এলেম গান শোনাতে ও মা বীণাপাণী ॥
তাড়ির নেশায় মাতাল যারা তারাই সমঝদার।
রসের খবর কেউ রাখেনা রসিক নেইকো আর ॥
আমি পাঁক ছড়াতে পারবো না মা ফেলে আতরদানী ॥
ওরা ভ্রমর তো নয় মধুর সোয়াদ জানেনা কেমন।
ভীমরুলেরা খোঁজ রাখেনা কোথায় পদ্মবন ॥
ওরা ঘেঁটু বনে পেতেছে যে তোমার আসনখানি ॥
(প্রণব রায়)

● শুরু হয় খেউড়। গাঁয়ে গঞ্জে। উদ্দাম ভোলা খেউড় গেয়ে চলে আসরের পর আসর হোসেন শেখ, বলাই বোষ্টম, ভুবন, নিতাই কবিয়াল তারপর

(১১)

এই খেউড় খেউড় খেউড় খেউড় খেউড় খেউড় খেউড়।
খেউড়ে যুগ এলো ওরে খেউড় কর ভাই,
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ খেউড় ছাড়া নাই ॥
ওরে হোসেন সাহেব দেহ তত্ত্ব ছেড়ে এবার দেহের তত্ত্ব ধর।
খেউড়ে ভোলা সবার বড় নয়রে মহেশ্বর ॥
ওরে বলাই বোষ্টম আগডোম বাগডোম
বলিস কি সব কথা
তোর বৃন্দাবনী বেরজো বুলি শোনাবার লোক কোথা।
মাটি বেটি আযানীতে মজে গেল ঘর ॥
(যজ্ঞেশ্বরী)

ওরে ভুবনে নেতাই কালির কেতাই
বলছি ওরে শোন।
রামমোহন দেখেছিলেন ব্রহ্মসারাৎ সার।
খেউড় করে করলি তাঁরে কালাপানি পার ॥
বিদ্যেসাগর মাথার মণি নারীর মুক্তিদাতা।
সেই উঁচুমাথা হেঁট করিয়ে চলালি কোলকাতা ॥
আজ বাঁচতে চাইলে রামাশ্যামার খোশামুদি কর ॥
(বিভূতি মুখোপাধ্যায়)

(১২)

এই ভালো ভালো চাইলি যদি শোন ভালো কি কই
মৈমনসিং এর মুগ ভালো বাঁকড়োর ভালো দই ॥
রঙপুরের শ্বশুর ভালো গুপ্তিপাড়ার মেয়ে ভালো।
রাজশাহীর জামাই ভালো শোনরে বলে যাই ॥
(ভোলাময়রা)

আরে ছ্যাছ্যা ছিছিছি এটা ভোলা বলিল কি।
তুই ভালো ভালো বড়াই করিস ভালোর জানিস কি ?
বধুর হাতের শাঁখা ভালো কাজল কাজল আঁখি ভালো।
সিঁথির সিঁদুর আরো ভালো তার ভালো আর নাই ॥
তুই ব্যাটা রে কুপুত্তুর তোর দুঃখেতে মরি।
সবায় চেয়ে ভালো রে শোন
তোর মাতা যজ্ঞেশ্বরী ॥
তুমি মাতা যজ্ঞেশ্বরী—
সর্বকার্যে শুভঙ্করী
বলছি তোমায় প্রণাম করি
আমায় কর মাপ।
তোমার সেই পুরোণো এঁড়ে
রামবোস আমার বাপ ॥
তোমার পুত্র ভোলা গুণধর
সকল কাজেই অগ্রসর
তোমার মতো মাতার দুঃখ দেখিতে না পাই।
পঞ্চপিতা সপ্তমাতা
শাস্ত্রে বলে এই কথা
তুমি আমার গাভী মাতা
চল মা তোকে ঘাস খাওয়াতে যাই ॥
(বিভূতি মুখোপাধ্যায়)
(ভোলাময়রা)

● আর বগী। ভোলাকে চিনতে পেরে তার মনের সুখ শান্তি সব কোথায় ভেসে গেছে। লজ্জায় অপমানে, খেউড়ের পাঁকে পড়ে ছটফট করে সে। কালীর এই দুর্দ্দশা ভোলা সহ্য করতে পারে না। বার বার ছুটে যায় তাকে পাঁক থেকে টেনে তুলতে। কিন্তু সে নিজেও তখন পাঁকের অতল অন্ধকারে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে।
আশা নেই ভরসা নেই, চারিদিকে গভীর গাঢ় অন্ধকার।

(১৩)

বেঁধেছি সই নোটন খোঁপা
টাগর মালা জড়িয়ে দেলো।
মালঞ্চে আজ কোকিল ডাকে
ঐ বুঝি মোর বঁধু এলো ॥
বঁধু আমার আসবে বলে
ঝজুবন্দে ঝুমকো দোলে
কোন ফুলে যে মৌ জমেছে
মৌমাছি তার খবর পেলো ॥
বলেদে সই কি যে করি
যৌবন জ্বালায় জ্বলে মরি
পিরিতি যে বিষের নেশা
তাইতো আমার মরণ হোলো ॥
(প্রণব রায়)

● সখী সম্বাদ আর বিরহ বিষাদ কোথায় হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে ছেলে বেলার সেই ভাটিয়ালীর স্বপ্ন। সারা গায়ে পাঁক মেখে সেই পাঁকের জ্বালায় ছটফট করে ভোলা। ছুটো মন জ্বলে পুড়ে খাক হ'য়ে যায় ধীরে ধীরে।

(১৪)

পাঁকে নাকি পদ্ম ফোটে
শুনি লোকে বলে বটে
সে পাঁক হোলো নদীর পলি
নয়তো পেঁকো নগর নালা।
আমি দয়ে পড়ে মজে গেলুম
আমার গায়ে পাঁকের জ্বালা।
আর তোমরা হোলে প্রেমের ঠাকুর
আমি হলুম খেউড়ে ভোলা ॥
আমার কথা বুঝলি না রে
বুঝলি না মোর মনের ভাষা
কাঁদায় ফেলে হোলী খেলে
পুরালি তোর মনের আশা।
আমি মিছি মিছি ভাল বেসে
গেঁথে গেলুম গানের মালা
আর তোরা হলি রসিক নাগর।
আমি হলুম খেউড়ে ভোলা ॥

(বিভূতি মুখোপাধ্যায়)

● বাগীর কুলবধূ হবার স্বপ্ন ভেঙে গেছে। পুণ্যিপুকুর ব্রত মিথ্যে হয়ে গেছে। তাই ঘর ভাঙার নতুন খেলার মেতে উঠেছে সে। মেতেছে ভোলাও। কিন্তু হঠাৎ এ্যান্টনীর সঙ্গে লড়াই সব কিছু গোলমাল হয়ে যায়। নতুন একটা দিশে পায় ভোলা। নতুন আলোর ঠিকানা।

(১৫)

আমার মন টনটন করে আমার চোখ করকর করে।
ঘর ভেঙে ঘর উড়িয়ে দেবো কালবোশাখীর ঝড়ে ॥
যেমন তুমি চেয়েছিলে তেমনি তো আজ সেজেছি।
নাগর ধরে আনবে বলে কাজল চোখে দিয়েছি ॥
পুণ্যি পুকুর ব্রত আমার ভাসলো চোখের জলে।
তাই কুল ভাঙা নাচ নাচবো সখা
মল ঝমাঝম করে ॥

(বিভূতি মুখোপাধ্যায়)

● জ্বলতে জ্বলতে শেষ হয়ে যায় ভোলা। শেষ হয় একটা যুগের... একটা জমাট বাঁধা অন্ধকারের।... কিন্তু অন্ধকারই শেষ...তাহলে নতুন দিনের গাজনের ঢাকে কি শুনলো ভোলা...সে কিসের ইঙ্গিত?

(১৬)

এ-এ-এ-কি হোলো কি হোলো রাধার
কুঞ্জ ছেড়ে কোথায় গেলো
মলো কিনা মইলো রাই
বলো সুদাম আমায় বলো।
দয়া করে দেখাস ভোলা
তোর দয়ার ধার ধারি না রে।
আমার দয়াময়ী দুর্গামাতা
ঠাঁই যে তোর নেই সে মন্দিরে ॥
ওরে যা যা ব্যাটা পালিয়ে বাঁচা প্রাণ।
এ বড় শক্ত ঘাঁটি ফিরিঙ্গীটি
ল্যাজে বেঁধে আছাড় দেবে
বাঁচবে না তোর প্রাণ ॥
বাবুমশাই আমি একটা কথা কই
এ যদি সে ভোলাই হবে
এর মাথায় গঙ্গা কই।

(বিভূতি মুখোপাধ্যায়)

আমি সে ভোলানাথ নইরে
সে ভোলানাথ নই।
আমি ময়রা ভোলা হরুর চ্যালা
বাগবাজারে রই
যদি সে ভোলানাথ হই
তোরা তবে বিল্বদলে
আমায় পূজলি কই ॥

(ভোলাময়রা)

ওরে আর ঢলানি ঢলিসনে।
কোন আক্কেলে দোকান খুলিস
গোঁসাই বাড়ীর বৃন্দাবনে।

(নীলঠাকুর)

কোথায় তোরা দেখলি বৃন্দাবন
ইট পাথরের এই শহরে তোদের রাধা
ধুবড়ে মরে
তোরা আমানীতে যমুনা দেখিস
বাগান বাড়ী কুঞ্জবন ॥

(বিভূতি মুখোপাধ্যায়)

ছি ছি ছি বলিস কি বৃন্দাবনের জানিসকি
তোর গোঁসাই গিরির ক্যাঁতায় আগুণ
তোর চেয়ে শোন বলি শোন
কসাই অনেক ভালো।
ওরে খেউড়ে ভোলা খামটা নিয়ে
ঘর কর গে আলো।

(এ্যান্টনী ফিরিঙ্গী)

কসাই আমি নইরে শালা
তোরাই কসাই জানি
তোদের নতুন কসাই খানা
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী।

(বিভূতি মুখোপাধ্যায়)

ওদের বৃন্দাবন কেমন মশাই
শুনুন বলি তাই।
সেথা ঘোমটা তুলে চোমটা মারে
বাসু ঘোষের রাই।
বাঁজা মেয়ের ব্যাটা হলো অমাবস্যার চাঁদ
এ্যান্টনী জবাব দে নৈলে বাধবে বড় ফাঁদ।
তুই জাত ফিরিঙ্গী জবর জঙ্গী
তোরে পারবে না মা তরাতে
তুই যিশু কেষ্ট ভজগে ব্যাটা
শেরামপুরের গীর্জেতে ॥

(ভোলাময়রা)

দাঁড়াও দাঁড়াও গুরু
ফিরাও না দীনজনে।
ভক্তির অঞ্জলি মোর লহ শ্রীচরণে ॥

(বিভূতি মুখোপাধ্যায়)

সত্য বটে বটি গুরু
আমি জেতেতে ফিরিঙ্গী।
ঐহিকে লোক ভেন্ন ভেন্ন
অন্তিমে সব একাঙ্গী ॥

(এ্যান্টনী ফিরিঙ্গী)

ওরে শালা কি জ্বালা
এ মালা দিলিরে আমায় ॥
চোক্ষে বহে জল অবিরল
বিফল করিল কায় ॥
ওরে শালা কি জ্বালা
এ মালা দিলিরে আমায় ॥

(ভোলাময়রা)

(১৭)

দিন গেল দিন-এলো-রে ঐ
মা ভৈঃ বলে ফিরে চলি।
আমার কথা ভুলো গো সই
ভুলো আমার গানের কলি ॥

(বিভূতি মুখোপাধ্যায়)

পিয়ালী পিকচারস, ৩২, গনেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০১৩ হইতে ঈশ্বরী প্রসাদ শর্মা কর্তৃক প্রকাশিত এবং সুধীর ব্যানার্জী কর্তৃক রেডিয়েন্ট কমার্শিয়াল এন্টারপ্রাইস কলিকাতা-৭০০০১৪, হইতে মুদ্রিত।

পিয়ালার পরের ছবি !
মালা সিনহা · সন্ধ্যা · মহুয়া · প্রেমা নারায়ণ · রঞ্জিৎ মল্লিক · সমিত · ঊর্মিলা ভাট · টুনটুন · কমল হাসান
চিত্রনাট্য · সংলাপ ও
পরিচালনা
ভরত সমশের
জংবাহাদুর রাণা
সঙ্গীত
সলিল চৌধুরী